সংবাদ

তারিখ : [illegible]9 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

উপজেলায় স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত জমি দখলমুক্ত করুন

সরকারদলীয় নেতার পছন্দমতো জায়গায় ভবন নির্মাণ না হওয়ায় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার রহিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের প্রায় ৫৫ লাখ টাকা ফেরত যেতে চলেছে। হাওর অঞ্চল ও ভাটির জনপদ হিসেবে পরিচিত সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা। কোন সরকারের আমলেই শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ উপজেলা সুনজরে পড়েনি। সম্প্রতি জামালগঞ্জ উপজেলায় কয়েকটি ফ্লাড সেন্টার কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারি দলের নেতার আধিপত্য বিস্তারের কারণে একটি বিদ্যালয় নির্মাণের টাকা ফেরত যেতে বসেছে। জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজার ইউনিয়নের রহিমনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের পুরনো জরাজীর্ণ ভবনে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও ৪ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। পিইডিপি প্রোগ্রাম-৩ থেকে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় বিদ্যালয়টির ভবন নির্মাণের জন্য।

স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর এলজিইডির ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমান বিদ্যালয়ের পাশেই নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। যথারীতি টেন্ডার প্রক্রিয়ার পর স্থানীয় একজন ঠিকাদার কাজ পেয়ে কার্যাদেশ গ্রহণের পর সব মালামাল নিয়ে কাজ শুরু করবে এমন সময় স্থানীয় জেলা আওয়ামী লীগের নেতা রেজাউল করিম শামীমের লোক নজির আলী ও গ্রামের কিছু লোক বাধা দিলে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। ভবন নির্মাণের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর জেলা আওয়ামী লীগের নেতার অনুসারী সাবেক ইউপি সদস্য নজির আলী ও আরও কয়েকজন মিলে ভবনের জন্য নতুনভাবে দূরবর্তী স্থানে ২৮ শতক ভূমি দান করেন। পুরাতন বিদ্যালয়ের জায়গায় ভবন নির্মাণ না করতে গ্রাম ও এলাকাবাসীর দাবি উপেক্ষা করে নেতার অনুসারীদের দানকৃত নতুন ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে চাপ দেয়। এরপর থেকে এক বছর ধরে নির্মাণকাজ ঝুলে আছে। ঠিকাদারও দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর তার মালামাল ফেরত নিয়ে যান।

উপজেলার একজন শিক্ষা কর্মকর্তা গত সোমবার দৈনিক সংবাদকে জানান, জমিজমা নিয়ে বিরোধের কারণে ভবনটি নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। একত্রে ৩টি বিদ্যালয় নির্মাণ করার কথা থাকলেও অন্য দুটি বিদ্যালয় নির্মাণের পর স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারদলীয় যেসব নেতাকর্মীর দখলে এসব জমি রয়েছে তা অবিলম্বে দখলমুক্ত করতে হবে এবং দখলমুক্ত করে নির্ধারিত স্কুল ভবন নির্মাণ শুরু করতে হবে যেন বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত না যায়। এ রকম ঘটনা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অহরহ ঘটছে। সরকারি জমি দখল সাধারণত সরকারি দলের এমপি ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা করে থাকে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, এ ক্ষেত্রে যেমন স্কুল ভবন নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের প্রভাবে সরকারি কর্মকর্তারা থাকে অসহায়। এ ধরনের সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয়ভাবে নজর দেয়া হয় না। সেটাই এখন থেকে করা জরুরি এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীনদের 'ভূমির দখলবাজি' বন্ধ করা জরুরি, সরকার যদি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আন্তরিক হয়।